রমনা বটমূলে নববর্ষের অনুষ্ঠানে বোমা ॥ নিহত ৯

শতাধিক আহত ● আনন্দ নিমেষেই রূপ নেয় বিষাদে

● সর্বমহলে শোকের ছায়া

রমনা বটমূলের ঘটনায় সমগ্র জাতি ধিক্কার জানাইয়াছে

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ গত শনিবার ঢাকায় রমনা বটমূলে ছায়ানটের ঐতিহ্যবাহী বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বোমা বিস্ফোরণের ন্যক্কারজনক ঘটনায় সর্বত্র নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় উঠিয়াছে, সর্বমহলে নামিয়া আসিয়াছে শোকের ছায়া এবং ধিক্কার জানাইয়াছে সমগ্র জাতি। ঐদিন বোমা বিস্ফোরণে প্রাণহানি ঘটিয়াছে ৯ জনের, আহত হইয়াছে অর্ধশতাধিক। গুরুতর আহত কয়েকজন এখনও রাজধানীর ২টি হাসপাতালে মৃত্যুর সহিত পাঞ্জা লড়িতেছে।

প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইতিহাসের এই নিষ্ঠুরতম ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাইয়াছেন। এই ঘটনার সহিত জড়িত ব্যক্তিদের খুঁজিয়া বাহির করার দাবী জানাইয়াছেন

সর্বস্তরের মানুষ। এই ঘটনার খবর সারাদেশে ছড়াইয়া পড়িলে শনিবার দেশের বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত বর্ষবরণের আনন্দানুষ্ঠান পরিণত হয় শোকসভা ও বিক্ষোভ মিছিলে।

গতকাল পর্যন্ত ঘটনার মূল নায়কদের সনাক্ত করা যায় নাই। তবে ঘটনার সহিত জড়িত সন্দেহে মাতুয়াইলের একটি মেস হইতে স্বাধীন নামে এক কলেজ ছাত্রকে গ্রেফতার করা হইয়াছে। বোমা বিস্ফোরণে নিহত ৯ জনের মধ্যে ৭ জনের লাশ তাহাদের আত্মীয়-স্বজনের নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে। ২ জনের লাশ গতকাল পর্যন্ত ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পড়িয়াছিল। কেহই এই লাশের খোঁজ করে নাই।

রমনা বটমূলের বিস্ফোরণের ঘটনায় ঐদিন রাতে রমনা থানায় পুলিশ বাদী হইয়া দুইটি মামলা দায়ের করে। একটি হত্যা মামলা ও অপরটি বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে মামলা। মহানগর গোয়েন্দা পুলিশকে ঘটনার রাতে মামলার তদন্তভার ন্যস্ত করা হয়।

রমনা বটমূলের বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ গত শনিবার রাতে ডেমরা মাতুয়াইল এলাকার মেস হইতে স্বাধীন নামে এক যুবককে গ্রেফতার করিয়াছে। গতকাল রবিবার তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৫ দিনের পুলিশ রিমান্ডে নেওয়া হয়। ফরেনসিক বিভাগের বিশেষজ্ঞদের মতে, বোমা বহনকারী তিনজন ছিল নিহত ৯ জনের মধ্যেই। কেহ কেহ মনে করেন, বোমা বহনকারীরা কোনও মহল কর্তৃক নিয়োজিত আত্মঘাতী দলের সদস্য। গতকাল পর্যন্ত ৯ জনের মধ্যে ৭ জনের পরিচয় মিলিয়াছে। এই ৭ জনের মধ্যে দুইজনের লাশ রহিয়াছে এবং অপর জনের পরিচয় গতকাল রাত ৮টা পর্যন্ত মিলে নাই। ঘটনার দিন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ফরেনসিক বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডাঃ নাসিমুল ইসলামের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও নিহতদের ময়না তদন্ত শেষে বোমা বহনকারী ও পরবর্তীতে উহার বিস্ফোরণ ঘটিবার ঘটনা সম্পর্কে পুরাপুরি নিশ্চিত হইয়াছেন। বিশেষজ্ঞরা নিহতদের লাশ দেখিয়া ও ময়না তদন্তকালে তাহাদের দেহ হইতে বোমার স্পিলিন্টার উদ্ধারের পর বোমা বহনকারী এবং তাহাদের সঙ্গে রক্ষিত অবস্থায় বিস্ফোরণ ঘটিয়াছে উহা সম্পর্কেও নিশ্চিত হইয়াছেন। গ্রেফতারকৃত স্বাধীন ঢাকা কলেজের ছাত্র এবং তাহার বাড়ী বরিশাল জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলায়। স্বাধীন, আহত ইব্রাহীম ওরফে পলাশ ও মাহবুব এবং নিহত জসিম উদ্দিন এক সঙ্গে মাতুয়াইল মেসে থাকিত। তাহারা এক সঙ্গে সেখান হইতে ভোরে রমনা বটমূলে আসে বলিয়া পুলিশকে জানায়। গতকাল ডিবির কর্মকর্তারা সিএমএইচে চিকিৎসাধীন ৯ জন আহতের মধ্যে ৬ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছে। নিহত ৯ জনের মধ্যে বোমা বহনকারী হিসাবে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের মতে ইসমাইল, এমরান ও অজ্ঞাত পরিচয় যুবক রহিয়াছে। ইসমাইল ও এমরানসহ তিনজন এক সঙ্গে ঐদিন ভোরে হাজারীবাগ এলাকা হইতে রমনা বটমূলে আসে। তাহাদের পোশাকের ধরন প্রায় এক ধরনের ছিল বলিয়া জানা যায়। বিস্ফোরণে ইসমাইলের নাড়ীভুঁড়ি বাহির হইয়া যায় এবং তাহার পেটে বোমা বিস্ফোরিত হইয়াছে বলিয়া বিশেষজ্ঞরা জানান। নিহত এমরানের হাতে ও মুখমন্ডলে বোমার আঘাত লাগিয়াছিল এবং নিহত অপর অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের হাতে ও মুখমন্ডলে বোমার আঘাত রহিয়াছে। পুলিশ কর্মকর্তারাও বিস্ফোরণের ঘটনা সম্পর্কে একই মতামত দিয়াছেন। ঘটনাস্থল তদন্ত শেষে পুলিশ কর্মকর্তারা জানান, বোমা মাটিতে বিস্ফোরণের কোন আলামত পাওয়া যায় নাই এবং বোমা তাহাদের সঙ্গে রক্ষিত অবস্থায় বিস্ফোরিত হইয়াছে। পুলিশের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, ঘাতকরা একটি গ্রুপে একই ধরনের পোশাক পরিয়া রমনা বটমূলে আসে। সেখানে বোমা নিক্ষেপ করিবার পূর্বে বসা অবস্থায় বিস্ফোরণ ঘটিয়া যায়। পেটে বিস্ফোরিত হওয়ার কারণে শব্দ তেমন একটা হয় নাই এবং ধোঁয়া হইয়াছে। শব্দ শুনিয়া ঐ সময় ডিউটিরত একজন পুলিশ কর্মকর্তা জানান, তাহারা ভাবিয়াছিলেন বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার বিস্ফোরণ ঘটিয়াছে। মুহূর্তে দেখেন যে, অনুষ্ঠানস্থলের নিকট বেশ কয়েকজন পড়িয়া আছে। শক্তিশালী বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়াছে, তবে বোমার সংখ্যা এক বা একাধিক হইবে। ঘাতকরা মঞ্চে নিক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্যে সঙ্গে নিয়া গিয়াছিল বলিয়া পুলিশ জানায়। কোন্ মহলের সহযোগিতায় তাহারা সেখানে বোমা নিক্ষেপের দায়িত্ব নিয়া গিয়াছিল উহা গতকাল পর্যন্ত পুলিশ নিশ্চিত হইতে পারে নাই। নিহত ইসমাইল হাজারীবাগ লেসকো লিমিটেড ট্যানারীর শ্রমিক এবং সে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার রহিত রামপুর গ্রামের বাসিন্দা আবুল কালামের পুত্র। তাহার খালাতো ভাই সালাহউদ্দিন গতকাল মর্গ হইতে ইসমাইলের লাশ দাফন করিবার উদ্দেশ্যে লইয়া যান। এমরান হাজারীবাগ থানার নবীপুর লেনে থাকিত। সে ঢাকা কলেজের উল্টাদিকে জাহান ম্যানশনের একটি টেইলারের দোকানের শ্রমিক। এমরান দাউদকান্দি উপজেলার বিরামকান্দি গ্রামের বাসিন্দা আবুল কাশেম আলীর পুত্র। গত শনিবার আত্মীয়-স্বজন তাহার লাশ মর্গ হইতে গ্রহণ করে। ঘটনাটি পরিকল্পিত এবং নাশকতামূলক বলিয়া পুলিশ কর্মকর্তারা জানাইয়াছেন।

বাঙালী জাতির উৎসবের বিরুদ্ধাচরণকারী কাহারা?

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ আবহমানকাল ধরিয়া বাঙালী জাতি ১লা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ পালন করিয়া আসিতেছে। এই দিনটি বাঙালী জাতির উৎসবের দিন। রাজধানীতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মেলা ইত্যাদি হইয়া থাকে। আর গ্রামে-গঞ্জে পরব মেলা পহেলা বৈশাখের অন্যতম আকর্ষণ। রাজধানীর রমনা বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান ১লা বৈশাখের প্রধান অনুষ্ঠান হিসাবে দীর্ঘদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। এই একদিন রাজধানীর সর্বস্তরের মানুষ পরিবার-পরিজন নিয়া ছুটিয়া আসে রমনা পার্কে। কিন্তু একটি বিশেষ মহল বাঙালী জাতির ১লা বৈশাখের অনুষ্ঠানকে, রমনার ছায়ানটের অনুষ্ঠানকে ভাল চোখে দেখে না। তাহারা বিভিন্ন সময় এই অনুষ্ঠানকে 'হিন্দুয়ানা সংস্কৃতির' সহিত তুলনার অপচেষ্টা করিয়া আসিতেছে। বিভিন্ন সময় এই অনুষ্ঠান নিয়া প্রশ্নও তুলিয়াছে। এই অবস্থায় গতকাল শনিবার সকালে রমনার বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বোমাবর্ষণের ঘটনা ঘটিয়াছে। রাজধানীর মানুষ যখন রমনা বটমূলে ছায়ানটের পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠান উপভোগ করিতেছিল তখন আকস্মিকভাবে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় রমনায় আনন্দে উৎসবে মত্ত বাঙালী নর-নারী যুবা-শিশুরা আতংকিত হইয়া ছুটাছুটি করিতে থাকে। দুর্ঘটনার আকস্মিকতায় অনেকে জ্ঞান হারাইয়া ফেলেন। এমনই একটি আনন্দঘন অনুষ্ঠানে কেউ সন্ত্রাসী কার্যক্রম ঘটাইতে পারে, বোমা হামলা করিতে পারে, তাহা ছিল কল্পনার অতীত। তাই স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠিয়াছে–ইহারা কাহারা? বাঙালী সংস্কৃতিকে যাহারা বিজাতীয় হিসাবে অবজ্ঞা করে বাঙালীর আবহমান ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে যাহারা অবস্থান নিয়া সুপরিকল্পিতভাবে ষড়যন্ত্র করিয়া আসিতেছে, প্রচার-প্রচারণা করিতেছে রমনার বটমূলের ১লা বৈশাখের অনুষ্ঠানে বোমা হামলা তাহাদেরই কাজ কিনা ইহাই প্রশ্ন? এই ব্যাপারে সরকারকে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হইবে। বরাবরের মত বিবৃতি আর ষড়যন্ত্রের শব্দমালা উচ্চারণ না করিয়া প্রকৃত ঘটনা উদঘাটন এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে না পারিলে বাঙালী জাতি ও বাঙালী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীরা পার পাইয়া যাইবে। আর ধ্বংস হইয়া যাইবে বাঙালীর ঐতিহ্য।

সময় আসিয়াছে প্রত্যাঘাতের....... শেখ হাসিনা

বিশেষ প্রতিনিধি ॥ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পহেলা বৈশাখ রমনার বটমূলের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বোমা হামলায় নৃশংস হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ধিক্কার জানাইয়া বলিয়াছেন, যেসব ধর্মান্ধ, সাম্প্রদায়িক ও সন্ত্রাসী গোষ্ঠী পবিত্র ইসলামের নামে ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডে লিপ্ত রহিয়াছে, পবিত্র ইসলামকে অপবিত্র করিতেছে, আমি বাংলার ধর্মপ্রাণ মুসলমানসহ সর্বস্তরের জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে এই অপশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িয়া তোলার আহ্বান জানাইতেছি। আজ সময় আসিয়াছে আঘাতের মোকাবিলায় প্রত্যাঘাতের। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া

হইবে এবং এ ব্যাপারে সঙ্গে সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এভাবে বারবার আঘাত আমরা সহ্য করিব না।

পহেলা বৈশাখ বিকালে বর্ষবরণ উপলক্ষে দেশের শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবীসহ বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ ও ঢাকাস্থ বিদেশী কূটনৈতিক মিশনের প্রধানদের সম্মানে গণভবনের সবুজ চত্বরে আয়োজিত ঐতিহ্যিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানকে শোকসভায় রূপান্তরের ঘোষণা দিয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, পহেলা বৈশাখ বাঙ্গালীর কৃষ্টি-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের স্মারক একটি আনন্দঘন দিন, বাঙ্গালীর বর্ষবরণের দিন, কি সুন্দর পরিবেশ, দেশের প্রতিটি মানুষ এই দিনে বিভিন্নভাবে আনন্দ-উৎসব করে। আর রমনার বটমূল সেই ঐতিহ্যের স্মারক। অপশক্তি সেখানে বোমা বিস্ফোরণ ঘটাইয়া ৯ জন মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করিয়াছে, আহত করিয়াছে আরও বহুজনকে। এই বর্বর হৃদয়বিদারক হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ধিক্কার জানানোর ভাষা নাই। আমি নিহতদের রুহের মাগফেরাত ও আহতদের আশু আরোগ্য কামনা করিতেছি।